দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

17

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্যার শেষ নাই

বিভিন্ন স্থানের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা ও আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থার কারণে শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হইতেছে না। কোন কোন স্কুল শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের তীব্র অসুবিধার মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়া চালাইতে হয়। খবর এলাকার সংবাদদাতাদের।

নবাবগঞ্জ ॥ নবাবগঞ্জ ও দোহার থানার অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শ্রেণীকক্ষ ও শিক্ষকের অভাবে শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। কোন কোন স্কুলে বেঞ্চের অভাবে মেঝেতে পাটি বিছাইয়া ক্লাস চালান হয়। নবাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটির প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। এই ভবনে ক্লাস করা বিপজ্জনক। নবাবগঞ্জ ও দোহার থানার আরও প্রায় ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের অপেক্ষায় আছে। দীর্ঘদিনেও এইসব স্কুল মেরামত করা হয় না। কোন কোন স্কুলের নলকূপ প্রায়ই অকেজো থাকে। আবার কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে নলকূপ নাই। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে পানিকষ্ট ভোগ করিতে হয়। ২টি থানায় শিক্ষক-শিক্ষিকার ৪০টি পদ শূন্য রহিয়াছে। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাত্র ১ জন শিক্ষক আবার কোন বিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন।

কালিয়া (নড়াইল) ॥ এই থানা সদরের পূর্ব কালিয়া আদর্শ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি অন্তহীন সমস্যার মধ্যে চালান হইতেছে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে মোট সাড়ে ৬ শত ছাত্র-ছাত্রী। শিক্ষক আছেন ১০ জন। আরও কমপক্ষে ৬ জন শিক্ষক প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতার কারণে স্থান সঙ্কুলান হয় না। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বেশ কিছু বইপত্র থাকিলেও পৃথক লাইব্রেরী কক্ষ নাই। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলারও অভাব রহিয়াছে। স্বল্পপরিসর খেলার মাঠে বর্ষায় পানি জমিয়া থাকে। এ বিদ্যালয়ে কোন পিয়ন নাই। স্কুল সংলগ্ন পুকুর লীজ দেওয়ার টাকা স্কুল ফান্ডে জমা হয় না। স্কুলের বেশকিছু নিজস্ব জমি একশ্রেণীর লোক দখল করিয়া লইয়াছে। তাহাদের উপদ্রবে লেখাপড়ায় বিঘ্ন ঘটে।

রূপগঞ্জ ॥ এই থানার আতলাপুর কে.এ.ডি. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় যেকোন সময় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আট শতাধিক। ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান হয় না। ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস হয় বিদ্যালয়ের সামনে খোলামাঠে। ছাত্র-ছাত্রী বেশী হইলেও শিক্ষক আছেন মাত্র ৫ জন। আসবাবপত্রেরও তীব্র অভাব রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষের অভাবে লেখা-পড়া দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ইহার উপর ঘরের ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় আশঙ্কাজনকভাবে স্কুল চালাইতে হইতেছে।